গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
(www.imed.gov.bd)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবীঃ মিল্টন বিশ্বাস, সহকারী পরিচালক পরিদর্শনের তারিখঃ ১০-১২-২০১৫

১.০।	প্রকল্পের নাম	:	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি)।		
২.০।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।		
৩.০।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।		
৪.০।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
	৪.১. মূল	:	১৬৯৩৩.০০	৩২৫৩.০০	১৩৬৮০.০০(আইডিবি)
	৪.২. ১ম সংশোধিত অনুমোদিত	:	২০৯৫১.৫৬	৭০৯১.৫৬	১৩৮৬০.০০(আইডিবি)
৫.০।	বাস্তবায়নকাল				
	(ক) মূল অনুমোদিত	:	জানুয়ারী,২০১২ - জুন,২০১৪		
	(খ) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	:	জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন ২০১৫ (১ বছর)		
	(গ) ১ম সংশোধিত অনুমোদিত	:	জানুয়ারী,২০১২ - জুন,২০১৭		
৫.১।	প্রকল্প এলাকা	:	নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, বাগেরহাট, যশোর, খুলনা, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, শেরপুর, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, ঝালকাঠি, সুনামগঞ্জ, সিলেট (২০টি জেলার ৮৬টি উপজেলায় ১৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়)		

৬.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৬.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০৩ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, সমগ্র দেশে প্রায় ১০,০০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এ বিদ্যালয়গুলোতে পরবর্তী সময়ে "প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-২" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। এছাড়া, কিছুসংখ্যক বিদ্যালয় ভবন রয়েছে যেগুলো ১৯৭০-১৯৮০ সনে নির্মিত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে নতুন ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। আলোচ্য প্রকল্পে এ সকল জরাজীর্ণ বিদ্যালয়ের মধ্য থেকে অধিকতর গুরুত্বানুসারে প্রয়োজনীয় ১৭০টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণের জন্য জানুয়ারী, ২০১২-জুন,২০১৪ মেয়াদে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারে ও ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি) এর মধ্যে প্রকল্পটির জন্য ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি ঋণচুক্তি গত ০২-০৭-২০১১ তারিখে স্বাক্ষর করা হয়েছে।

৬.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নত অবকাঠামো তৈরী;
(খ) শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য উন্নত স্যানিটেশন এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সৃষ্টি;
(গ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি;
(ঘ) প্রকল্প এলাকায় সকল শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত এবং
(ঙ) শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ।

৬.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন পর্যায় :** আলোচ্য প্রকল্পটি বিবেচনার জন্য গত ২৪-১১-২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৬৯৩৩.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩২৫৩.০০ + আইডিবি সহায়তা ১৩৬৮০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত একনেক কর্তৃক গত ২০-১২-২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে গত ১০-১১-২০১৫ তারিখের একনেক সভায় ২০৯৫১.৫৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ৭০৯১.৫৬ লক্ষ + আইডিবি সহায়তা ১৩৮৬০.০০ লক্ষ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ বাস্তবায়ন মেয়াদে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়।

৭.০। **প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম :**

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে সমতল ভূমি এলাকায় ৪ তলা ফাউন্ডেশনবিশিষ্ট ১৬০টি দ্বিতল বিদ্যালয় ভবন এবং উপকূলীয় ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৪তলা ফাউন্ডেশনবিশিষ্ট ২০টি ত্রিতল বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ। এছাড়া আরও রয়েছে প্রতিটি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ, সোলার প্যানেল স্থাপন, নলকূপ স্থাপন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও পুনঃ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, কর্মশালা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত করা, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম।

৮.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে):**

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	চলতি অর্থ বছরের জুন,২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		চলতি অর্থ বছরের ডিসেম্বর,২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১.	জনবল	২০১.৮৭	৭৩.১১	৩৬.২১%	--	--
২.	সরবরাহ এবং সেবা	২০৯.৮৩	৭৩.০৩	১৯.০৯%	--	--
৩.	পরামর্শক	১৩২.৪০	৬২.২২	৪৬.৯৫%	১২.৪১	--
৪.	ওভারসিস ফেমিলারাইজেশন ট্রেনিং	১৪.৪২	১৪.৪২	১০০%	--	--
৫.	লান্চিং ওয়ার্কসপ	৪.০০	৩.৫০	৮৭.৫০%	--	--
৬.	অডিট ফার্ম	১৪.৮২	--	--	--	--
৭.	মূল্যায়ন (মধ্যবর্তী ও ফাইনাল)	৭.০০	--	--	--	--
৮.	মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ	২৩.৪৮	৫.৯৬	২৫.৩৮%	--	--
৯.	যানবাহন	৫৯.২৩	৫৯.২৩	১০০%	--	--
১০.	মেশিনারিজ এ্যান্ড ইক্যুইপমেন্ট	৬.৩৯	৬.৩৮	১০০%	--	--
১১.	আসবাবপত্র (অফিস)	৪.৯৮	৪.৯৮	১০০%	--	--
১২.	আসবাবপত্র (বিদ্যালয়)	৯০৪.৪০	--	--	১৮১.৯৮	--

					(১৭%)	
১৩.	টিচিং এন্ড লার্নিং দ্রব্যাদি	৭০৫.৫০	--	--		--
১৪.	পূর্ত কাজ	১৮২৮০.৪৭	১১৯৯৭.১২	৬৮.২৩%	১৭৪২.৩৮ (৭৫%)	--
১৫.	প্রোফেশনাল ফি	৩৮২.৭০	১৯৪.০০	৫০.৬৯%	--	--
১৬.	প্রাইস এসক্যালেশন	০.০০	--	--	--	--
১৭.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	০.০০	--	--	--	--
	মোট	**২০৯৫১.৫৬**	**১২৪৯৩.৯৫ (৫৯.৬৩%)**	**৬০%**	**১৯৩৬.৭৭ (৩৭%)**	**৪০%**

প্রকল্পের আওতায় জুন,২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১২৪৯৩.৯৫ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫৯.৬৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬০%। প্রকল্পটি জানুয়ারী,২০১২-জুন,২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত থাকলেও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন,২০১৫ করা হয় এবং পরবর্তীতে ১ম সংশোধনী আদেশে বাস্তবায়নকাল জুন,২০১৭ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পটির চলতি অর্থবছরের নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩৭% যা মোটামুটি সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৯.০। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ১০-১২-২০১৫ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের বিয়ানীবাজার (সিলেট) অংশের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সিলেটি পাড়া-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ বিদ্যালয়টি সিলেট জেলার বিয়ানিবাজার উপজেলার দুরাগ ইউনিয়নে অবস্থিত। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির মোট জমির পরিমাণ মাত্র ১৭ শতাংশ এবং এতে ৩৩৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে; তন্মধ্যে ছাত্র ১৭৭ জন এবং ছাত্রী ১৫৮ জন। বিদ্যালয়টিতে অনুমোদিত শিক্ষকের পদ ৭টি হলেও বর্তমানে ৫ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। এ ৫ জনের মধ্যে একজন প্রেষণে এবং একজন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে আছেন। ২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং শতভাগ উত্তীর্ণ হয়। এদের মধ্যে ৩ জন জিপিএ-৫ এবং ১জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে।

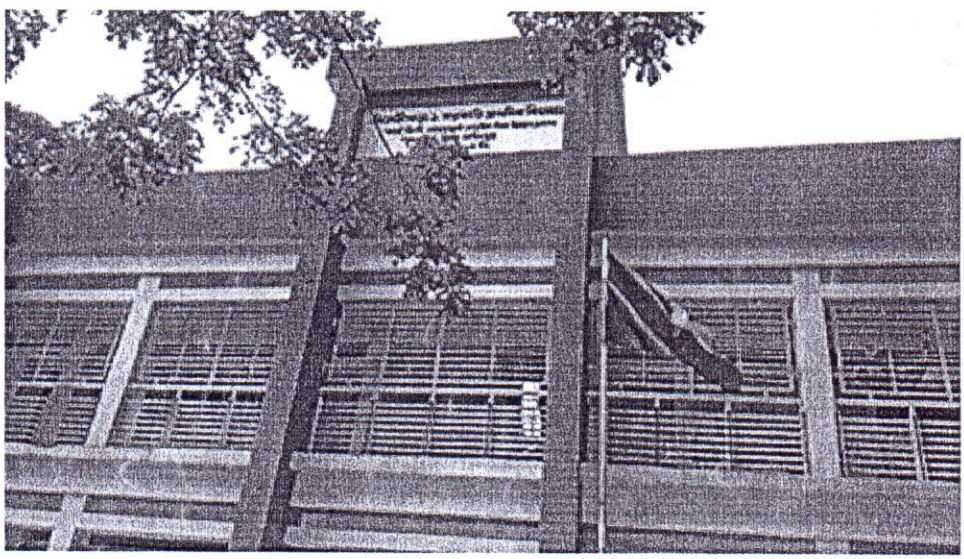

চিত্র- ১ : সিলেটি পাড়া-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন।

ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট জেলার ৫টি উপজেলায় (বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথ,কানাইঘাট, গোলাপগঞ্জ এবং সিলেট সদর) ৮ টি বিদ্যালয় ভবন (আসবাবপত্র সরবরাহ, বিদ্যুতায়ন ও স্যানিটারী কাজ সহ) নির্মাণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক PEDP(IDB)/SLT/W1.20 নং প্যাকেজের আওতায় 'ডেইলি ইনডিপেনডেন্ট' এবং 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকায় যথাক্রমে গত ১৩-০৯-২০১২ এবং ১৫-০৯-২০১২ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ৮,৭১,১২,২৯৩.২৮ টাকা (আট কোটি একাত্তর লক্ষ বার হাজার দুইশত তিরানব্বই টাকা আঠাশ পয়সা) সংশোধিত চুক্তি মূল্যে মেসার্স আইটিসি এন্ড এমএইচটি (জেভি), বায়তুল মাহমুদ, সিলেটকে উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য গত ১৬-০৫-২০১৩ তারিখে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়। চুক্তি অনুযায়ী ২০-০৬-২০১৩ তারিখে কাজটি শুরু করা হয়েছে এবং ১২-১১-২০১৪ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু নির্ধারিত মেয়াদের প্রায় ৬ মাস পরে গত ৩০-০৫-২০১৫ তারিখে কাজটি সমাপ্ত হয়।

ভৌত নির্মাণ ও অন্যান্য কার্যক্রমঃ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৪ তলা ভীতসহ দুই তলাবিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ভবনটি নির্মাণের পূর্বে এখানে একটি জরাজীর্ন ভবন ছিল যা ভেঙে নতুন ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটির নিচতলায় ৩টি শ্রেণীকক্ষ, একটি অফিস কক্ষ এবং ওয়াশব্লকসহ ৩টি টয়লেট ও দ্বিতীয় তলায় ২টি শ্রেণীকক্ষ এবং ওয়াশব্লকসহ ৩টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটির সবচেয়ে বড় কক্ষটি আয়তন ১৭'-৬" × ১৯'-৬" এবং ছোট কক্ষটির আয়তন ১৬'-৪"× ১৯'-৬"। নিচতলার ফ্লোরের আয়তন ২৭৩৯.৮১ বর্গফুট এবং দ্বিতীয় তলার ফ্লোরের আয়তন ১৬৭২.৩১ বর্গফুট। ভবনটি দেখতে অত্যন্ত মনোরম এবং এর নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। বিদ্যালয় ভবনের সিড়ির রেলিং এ জিআই পাইপ এবং নির্মাণ কাজে ৪০ গ্রেডের রড, ঢালাই এর কাজে ২.৫ এফএম এর সিলেট স্যান্ড এবং প্লাস্টারিং কাজে ১.২ এফএম এর লোকাল স্যান্ড ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী কর্তৃক পরিদর্শনকালে অবহিত করা হয়। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত চেয়ার, টেবিল এবং দরজায় ব্যবহৃত কাঠের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

ভবনটির প্রায় সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত হলেও ভবনটিতে ফ্যান, লাইট প্রভৃতি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম লাগানো হয়নি অর্থাৎ ভবনটিতে এখানো বিদ্যুতায়ন করা হয়নি। বিদ্যুৎ না থাকায় ওয়াশরুমগুলোতে পানি সাপ্লাই এর ব্যবস্থাও বন্ধ রয়েছে এ কারণে টিউবওয়েল থেকে পানি এনে ওয়াশরুমে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে পর্যাপ্ত পানি ব্যবহার না করার কারণে ওয়াশরুমগুলো দ্রুত নোংরা হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী জানান, বিদ্যালয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়নি। আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরের পূর্বেই বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি স্থাপন করে যথাশীঘ্র বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করা হবে। বিদ্যালয়টি মাত্র ১৭ শতাংশ জমির উপর অবস্থিত হওয়ায় এতে শিক্ষার্থীদের জন্য কোন খেলার মাঠ নেই। খেলার মাঠ না থাকার জন্য শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা ও শরীর চর্চার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, বিদ্যালয়ের সামনেই বিদ্যালয় সংলগ্ন ৩০ শতাংশ জমি স্থানীয় বাসিন্দা জনাব মাসুদ রানা চৌধুরী বিদ্যালয়ের নামে দান করবেন মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এর ফান্ড থেকে এতে মাটি ভরাট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ জমি পেলে বিদ্যালয়ে জমি সংকট থাকবে না এবং খেলার মাঠ তৈরী করা যাবে।

চিত্র-২: বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম।

১০.০। <u>সমস্যাঃ</u>

১০.১. ভবনটির সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত হলেও ভবনটিতে ফ্যান, লাইট প্রভৃতি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম লাগানো হয়নি অর্থাৎ ভবনটিতে এখানও বিদ্যুতায়ন করা হয়নি। বিদ্যুৎ না থাকায় ওয়াশরুমগুলোতে পানি সাপ্লাই এর ব্যবস্থাও বন্ধ রয়েছে। এ কারণে টিউবওয়েল থেকে পানি এনে ওয়াশরুমে ব্যবহার করা হচ্ছে, ফলে পর্যাপ্ত পানি ব্যবহার না করার কারণে ওয়াশরুমগুলো দ্রুত নোংরা হয়ে যাচ্ছে;

১০.২. বিদ্যালয়টি মাত্র ১৭ শতাংশ জমির উপর অবস্থিত হওয়ায় এতে শিক্ষার্থীদের জন্য কোন খেলার মাঠ নেই। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলার মাঠ আবশ্যক। খেলার মাঠ না থাকার জন্য শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

১১.০। <u>সুপারিশঃ</u>

১১.১. অতিশীঘ্রই ভবনটিতে ফ্যান, লাইট প্রভৃতি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্থাপন করে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যুতায়ন না করা পর্যন্ত ওয়াশরুম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে টিউবওয়েল থেকে পর্যাপ্ত পানি ব্যবহার করে ওয়াশরুমগুলো নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। দ্রুত বিদ্যুতায়নের বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১১.২. শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলার মাঠ আবশ্যক। বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ তৈরী করার জন্য বিদ্যালয়ের সামনের ৩০ শতাংশ জমি দানের প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী জনৈক জনাব মাসুদ রানা চৌধুরীর সাথে আলোচনা করে জমি বুঝে নিতে হবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

28/02/24

(মিল্টন বিশ্বাস)
সহকারী পরিচালক